দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 MAR 2007 ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

# সার্ক অঞ্চলের তথ্য প্রবাহ

ঢাকায় অনুষ্ঠিত হইয়া গেল বাংলাদেশ-ভারত গণমাধ্যম ও সংস্কৃতি সংলাপ। এই সংলাপে দুই দেশের সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়াও বিশেষজ্ঞগণ বক্তব্য রাখেন। বক্তাগণ দুই দেশের মধ্যেকার অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের পথে বিদ্যমান সমস্যাগুলি চিহ্নিত করিয়া বক্তব্য রাখেন। এ প্রসঙ্গে গত মঙ্গলবার সংলাপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় আইন ও তথ্য উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, অবাধ তথ্যপ্রবাহ এবং দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে যেকোনো ভুল বুঝাবুঝির অবসান যেমন সম্ভব, তেমনই সম্ভব মতপার্থক্য দূর করা। সংলাপ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে সংস্কৃতি ও গণমাধ্যমের প্রভাবকে কাজে লাগাইয়া প্রসারিত করা সম্ভব সৃজনশীলতার দিগন্ত। অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় বাস্তবিক অর্থেই অতি গুরুত্বপূর্ণ। দৈশিক, আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সর্বক্ষেত্রেই গণমাধ্যম এবং সংস্কৃতি রাখিয়া যাইতে পারে ইতিবাচক অভিঘাত। আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যদি আমরা বিষয়টিকে দেখি, তাহলে নিশ্চিত করিয়া বলা যায় যে, এদ্বারা সম্প্রসারিত হইতে পারে জাতিসমূহের মধ্যে সম্পর্কোন্নয়ন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র। সার্ক চেতনার বিষয়টিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক গঠনের মূলগত উদ্দেশ্য এতদাঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে এমন এক সেতুবন্ধন রচনা, যাহা আর্থ-সামাজিক অগ্রসরতার পথটিকে করিবে প্রশস্ত। তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময় না হইলে সেই উদ্দেশ্য পুরাপুরি সফল করা কঠিন। বলা বাহুল্য, অবাধ তথ্যপ্রবাহের পথে সার্ক অঞ্চলে বিশেষ করিয়া বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে একটি অদৃশ্য দেওয়াল রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে করেন অনেকেই। ভারত এই ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উদারনীতি অনুসরণ করে বলিয়া মনে হয় না। বাংলাদেশের সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের প্রবেশের ব্যাপারে দেশটি প্রায়শ অনাকাঙ্ক্ষিত রক্ষণশীলতার পরিচয় দেয় বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। মোটকথা, দুই দেশের মধ্যে তথ্যের যে প্রবাহ, তাহাকে অবারিত বলা যায় না। ইহাতধু বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে নয়, প্রকৃতপক্ষে গোটা দক্ষিণ এশিয়ায় পারস্পারিক সংবাদ আদান-প্রদানের পথটি সুপ্রশস্ত নয়। এক দেশের পত্রিকায় বা ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় অপরাপর দেশের খবর কমই দেখা যায়।

*বাংলাদেশ ও ভারত এই দুইটি দেশ পরস্পর প্রতিবেশী। উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। দুই দেশের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে আছে অনেক মিল। আঞ্চলিক সহযোগিতার দিগন্ত প্রসারিত করিয়া উভয় দেশ পালন করিয়া যাইতেছে ইতিবাচক ভূমিকা। এমতাবস্থায়, দুই দেশের সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ও সুযোগ প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।*

বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় দক্ষিণ এশিয়ার উপরোক্ত রূপ পরিস্থিতি সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা যদি ইউরোপের দিকে দৃকপাত করি, তাহলে দেখিতে পাই যে, সেখানে ভাষার বিভিন্নতা সত্ত্বেও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ অবাধ করিয়া দিয়াছে নাগরিকদের যাতায়ত এবং যোগাযোগ। তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রেও এই সুবিধা ভোগ করিয়া চলিয়াছে গণমাধ্যম কর্মীরা। এই দিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের মধ্যে নানা বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তথ্যপ্রবাহ এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সুযোগ ক্রম প্রসারমান।

গ্লোবালাইজেশনের এই যুগে, তথ্য প্রযুক্তির যখন বিপুল বিকাশ ঘটিয়া গিয়াছে, তখন রক্ষণশীল নীতি অনুসরণ করিয়া কোনো দেশের পক্ষে তথ্যের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করা কঠিন। সাংবাদিক, সংবাদ সংস্থা কিংবা সংবাদপত্র ছাড়াও নানাভাবে তথ্য প্রচারিত হইয়া যায়। এইরূপ প্রচারের ক্ষেত্রে ভ্রান্তি-বিভ্রান্তির সুযোগ থাকিয়া যাওয়া বিচিত্র নয়। পক্ষান্তরে সংবাদপত্র এবং অন্যান্য গণমাধ্যমের জন্য খবর সংগ্রহ ও প্রেরণের সুবিধা থাকিলে বিভ্রান্তির অবকাশ কমিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে অবশ্য সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের দায়িত্বশীলতা এবং পেশাদারিত্বের একটা ব্যাপার রহিয়াছে। মোটকথা, তথ্য আহরণের সুযোগ যেমন থাকা দরকার তেমনই সাংবাদিকদেরও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া কর্তব্য।

বাংলাদেশ ও ভারত এই দুইটি দেশ পরস্পর প্রতিবেশী। উভয়ের মধ্যে রহিয়াছে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক। দুই দেশের মানুষের জীবন ও সংস্কৃতির মধ্যে আছে অনেক মিল। আঞ্চলিক সহযোগিতার দিগন্ত প্রসারিত করিয়া উভয় দেশ পালন করিয়া যাইতেছে ইতিবাচক ভূমিকা। এমতাবস্থায়, দুই দেশের সাংবাদিক ও গণমাধ্যম কর্মীদের পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্র ও সুযোগ প্রসারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ■